গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জননিরাপত্তা বিভাগ
প্রশাসন-৩ শাখা
www.mhapsd.gov.bd

জননিরাপত্তা বিভাগ-সংশ্লিষ্ট ''মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি'' পর্যালোচনা সংক্রান্ত জানুয়ারি/২০২৩ মাসের সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম খান, সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
সভার তারিখ ও সময় : ৩১ জানুয়ারি/২০২৩, সকাল ১০:৪৫ টা।
স্থান : সম্মেলন কক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

সভাপতি সভায় উপস্থিত সকল কর্মকর্তাকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভায় জননিরাপত্তা বিভাগের সকল অতিরিক্ত সচিব এবং যুগ্মসচিবসহ অধিদপ্তর/ সংস্থাসমূহের প্রধানের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। সভাপতি নবযোগদানকৃত ০১ (এক) জন অতিরিক্ত সচিবকে সভায় পরিচয় করিয়ে দেন এবং দাপ্তরিক প্রয়োজনে তাদের সাথে যোগাযোগের জন্য অনুরোধ করেন। অতঃপর গত সভার কার্যবিবরণী কোন সংশোধনী ছাড়াই দৃঢ়ীকরণ করা হয় এবং অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ)- কে সভা পরিচালনার জন্য অনুরোধ জানানো হয়।

সভায় কার্যপত্র মোতাবেক গত সভার সিদ্ধান্তসমূহ এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করা হয়। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ) বলেন, জননিরাপত্তা বিভাগ সংশ্লিষ্ট মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ১৮টি প্রতিশ্রুতির মধ্যে ইতোমধ্যে ১৩টি বাস্তবায়িত হয়েছে। অবশিষ্ট ০৫টি প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এছাড়া ২৭ টি নির্দেশনার মধ্যে ১৪টি ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে এবং অবশিষ্ট ১৩টি নির্দেশনা বাস্তবায়নাধীন/ চলমান রয়েছে। বাস্তবায়নাধীন প্রতিশ্রুতিসমূহের অগ্রগতি নিম্নরূপ:

ক্রঃনং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও তা প্রদানের তারিখ	সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত ও বাস্তবায়নকারী	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১	কর্মরত বিশেষ আনসার ও হিল আনসার সদস্যদের ব্যাটালিয়ন আনসার হিসেবে আত্মীকরণ। ১১-০২-২০১৬	আনসার ব্যাটালিয়ন আইন-২০১৮ প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে যা আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে ভেটিং এর জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। আইনটি চূড়ান্তভাবে প্রণয়ন হলে কর্মরত বিশেষ আনসার ও হিল আনসার সদস্যদের ব্যাটালিয়ন আনসার হিসেবে আত্মীকরণের বিষয়টি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাস্তবায়িত হবে। **বাস্তবায়নে:**আনসার ও ভিডিপি অধিদপ্তর/ আনসার ও সীমান্ত অনুবিভাগ	'ব্যাটালিয়ন আনসার প্রবিধানমালা, ১৯৯৬' এ অন্তর্ভুক্তকরণের বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের চাহিত তথ্যাদি আনসার ও ভিডিপি অধিদপ্তর থেকে চাওয়া হয় এবং ১৪-১২-২০২২ তারিখ চাহিত তথ্য পাওয়া যায়। পরবর্তীতে গত ১৮-০১-২০২৩ তারিখ 'ব্যাটালিয়ন আনসার প্রবিধানমালা, ১৯৯৬' সংশোধনের নিমিত্ত জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে নিয়োগবিধি পরীক্ষণ সংক্রান্ত উপ-কমিটির সভায় উপস্থাপনের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। বিষয়টি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন।
২	ব্যাটালিয়ন আনসারদের স্থায়ীকরণ সময় শূন্য বছরে নিয়ে আসা হবে। ১১-০২-২০১৬	আনসার ব্যাটালিয়ন আইন-২০১৮ চূড়ান্ত প্রণয়নের ভেটিং এর জন্য আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। আইনটি বাস্তবায়িত হলে ব্যাটালিয়ন আনসারদের স্থায়ীকরণ শূন্য বছরে নিয়ে আসার বিষয়টি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাস্তবায়িত হবে। **বাস্তবায়নে:**আনসার ও সীমান্ত অনুবিভাগ	ব্যাটালিয়ন আনসার আইন, ১৯৯৫ এর ধারা ৬(ক) মোতাবেক বর্তমানে ব্যাটালিয়ন আনসার সদস্যদের চাকরি স্থায়ীকরণের সময়সীমা ০৬(ছয়) বছর। তাদের চাকরি স্থায়ীকরণের সময়সীমা শূন্য বছরে নিয়ে আসা অর্থাৎ চাকরিতে যোগদানের তারিখ হতে স্থায়ীকরণের বিষয়ে ০৩.০৭.২০১৮ তারিখ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনার

			আলোকে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ আইন, ২০১০ এ বিদ্রোহ সংক্রান্ত অপরাধ ও শাস্তির যে সকল বিধান রয়েছে তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে 'ব্যাটালিয়ন আনসার আইন, ১৯৯৫' এর পরিবর্তে 'আনসার ব্যাটালিয়ন আইন-২০১৯' এর খসড়া প্রণয়ন করে নীতিগত অনুমোদনের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক মতামত প্রদান সংক্রান্ত কমিটিতে প্রেরণ করা হয়। আনসার ব্যাটালিয়ন আইন-২০১৮ এর পরিবর্তে আনসার ব্যাটালিয়ন আইন-২০২২ হিসেবে মন্ত্রিসভা কর্তৃক অনুমোদিত হয়। খসড়াটি ভেটিং এর জন্য ০৫-০৪-২০২২ তারিখ লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে প্রেরণ করা হয়। উক্ত বিভাগ কতিপয় পর্যবেক্ষণ দিয়ে ভেটিং ব্যতিরেকে খসড়াটি ১১.১০.২০২২ তারিখ ফেরত প্রদান করে। সে অনুসারে আনসার ব্যাটালিয়ন আইন-২০২২ আইনের খসড়া পুনঃপ্রণয়নের কাজ চলছে। আইনটি প্রণীত হবার পর ব্যাটালিয়ন আনসারদের চাকুরি স্থায়ীকরণ বিষয়টি বিধি প্রণয়নের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা যাবে।
৩	থানার জন্য নিজস্ব ভবন ও অবকাঠামো নির্মাণ। ০৬-০৬-২০১০	চলমান প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির শতকরা হিসাব উল্লেখ করে প্রতিবেদন জননিরাপত্তা বিভাগের প্রশাসন ও অর্থ অনুবিভাগে প্রেরণ করতে হবে। **বাস্তবায়নে:** পুলিশ অধিদপ্তর/পুলিশ অনুবিভাগ/উন্নয়ন অনুবিভাগ।	(ক) "পুলিশ বিভাগের ১০১টি জরাজীর্ণ থানা ভবন টাইপ প্ল্যানে নির্মাণ (১ম সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে ১০১টি জরাজীর্ণ থানা ভবন নতুনভাবে নির্মাণ করা হয়েছে। প্রকল্পের কাজ ১০০% সম্পন্ন। খ) বর্তমানে "দেশের বিভিন্ন স্থানে থানার প্রশাসনিক কাম ব্যারাক ভবন নির্মাণ ও সম্প্রসারণ" শীর্ষক প্রকল্প ১১৬৩৯৩.৪৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মার্চ ২০২২ হতে জুন ২০২৬ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পটির আওতায় সারাদেশে আরো ১০১টি নতুন থানা ভবন নির্মাণ করা হবে। প্রকল্পটির উপর গত ০৩/০৬/২০২১ তারিখ অনুষ্ঠিত যাচাই বাছাই কমিটির সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ডিপিপি গত ২৭/০৬/২০২২ তারিখ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। পরিকল্পনা কমিশন হতে গত ২৩/০৭/২০২২ তারিখ কতিপয় পর্যবেক্ষণের উল্লেখ করে তা সংশোধন পূর্বক পুনরায় ডিপিপি প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হয়। প্রকল্পের ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনের পর্যবেক্ষণের আলোকে পুনর্গঠন চলছে।
৪	আনসার সদস্যদের ব্যাটালিয়ন পর্যায়ে আবাসনের ব্যবস্থা করা	ব্যাটালিয়ন পর্যায়ে আবাসনের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি'র ব্যাটালিয়ন সদর দপ্তর কমপ্লেক্স নির্মাণ (১ম পর্যায়ে ১৫টি

	হবে। ১১-০২-২০১৬	**বাস্তবায়নেঃ** আনসার ও ভিডিপি অধিদপ্তর/আনসার ও সীমান্ত অনুবিভাগ।	আনসার ব্যাটালিয়ন) প্রকল্পের আওতায় (২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে অনুমোদিত) ৬-তলা ভিতবিশিষ্ট ৪-তলা ব্যারাক ভবন ও অধিনায়ক বাংলো নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে যা ইতোমধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধন করা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ের চাহিদার প্রেক্ষিতে বাস্তবায়িত ১৫টি ব্যাটালিয়নের মাস্টার প্ল্যানের পুন:পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের জন্য স্থাপত্য অধিদপ্তরকে অনুরোধ করা হয়েছে। স্থাপত্য নকশা পাওয়ার পর ২য় পর্যায়ে অবশিষ্ট ২৭টি ব্যাটালিয়নকে মডেল ব্যাটালিয়নে রূপান্তর করার লক্ষ্যে ডিপিপি প্রণয়ন করা হবে।
৫	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধি সৌধ কমপ্লেক্স সংলগ্ন পুলিশ ব্যারাক নির্মাণ। ০৩-০৫-২০০৯	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধি সৌধ কমপ্লেক্স সংলগ্ন পুলিশ ব্যারাক নির্মাণের কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে। **বাস্তবায়নে**: পুলিশ অধিদপ্তর/পুলিশ অনুবিভাগ	রাজস্ব বাজেটের অর্থায়নে ১২.০৩ কোটি টাকা ব্যয়ে গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া থানার অভ্যন্তরে ভিভিআইপি ডিউটিতে নিয়োজিত ফোর্সের আবাসনের জন্য ৬ তলা ব্যারাক ভবনের নির্মাণ কাজ গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ১ম ও ২য় তলা ব্যবহৃত হচ্ছে। ৮৩% নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। আগামী ৩০/০৬/২০২৩ তারিখের মধ্যে অবশিষ্ট ১৭% কাজ সম্পন্ন করা হবে। উল্লেখ্য যে, এ বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয় জারিকৃত পরিপত্রের নির্দেশনা মানতে হবে।

খ) ০৭-০৫-২০১৫ তারিখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে এবং বিভিন্ন সময়ে জননিরাপত্তা বিভাগ-সংশ্লিষ্ট ২৭টি নির্দেশনা প্রদান করেন। তন্মধ্যে বাস্তবায়িত ১৪টি এবং ১৩টি বাস্তবায়নাধীন/চলমান। চলমান নির্দেশনাসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপ:

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা ও তা প্রদানের তারিখ	গৃহীত সিদ্ধান্ত ও বাস্তবায়নকারী	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১	সন্ত্রাস, নাশকতা ও জঙ্গি তৎপরতা প্রতিরোধ করতে হবে। ১১-০৫-২০১৬	সন্ত্রাস, নাশকতা ও জঙ্গি তৎপরতা সম্পর্কে বিশেষ কোন মতামত/সুপারিশ থাকলে তা এ বিভাগকে অবহিত করার জন্য সকল জেলা প্রশাসকগণকে অনুরোধ করতে হবে। বাস্তবায়নে: রাজনৈতিক ও আইসিটি অনুবিভাগ।	জঙ্গী ও সন্ত্রাসী কার্যক্রম প্রতিরোধ, নির্মূল ও নিয়ন্ত্রণের জন্য সামাজিক সচেতনা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিয়মিত কমিউনিটি পুলিশিং, বিট পুলিশিং, উঠান বৈঠকের মাধ্যমে জনসাধারণকে সামাজিকভাবে সচেতন করা হচ্ছে এবং এ কার্যক্রম অব্যাহত আছে। এছাড়াও Counter Radicalization, De-Radicalization কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ সমূহে Awareness Programme চলমান রয়েছে। TVC ও OVC এর মাধ্যমে জঙ্গী বিরোধী সচেতনতা ও প্রচারণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। উগ্রবাদীরা কোরান হাদীসসহ ধর্মীয় অপব্যাখ্যার মাধ্যমে বিকৃত প্রচার-প্রচারণা করে জনগণকে সন্ত্রাসবাদে উদ্বুদ্ধ করছে, বাংলাদেশ পুলিশের উদ্যোগে সেগুলোর প্রকৃত ব্যাখ্যা (Counter
২	জঙ্গিবাদী ও ধ্বংসাত্মক কার্যক্রম পরিচালনাকারী এবং নাশকতা সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর যৌথ অভিযান অব্যাহত রাখতে হবে। ২০-০৪-২০১৬		

			narratives) এর মাধ্যমে জঙ্গী/উগ্রবাদ প্রতিরোধ করার প্রযোজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। এছাড়া জঙ্গী ও সন্ত্রাসী কার্যক্রম প্রতিরোধ, নির্মূল ও নিয়ন্ত্রণে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও ইউপি সদস্যসহ সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে নিয়ে এ বিষয়ে সামাজিক সচেতনতামূলক কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। মসজিদের ইমামগণের মাধ্যমে নিয়মিতভাবে জুমা'র নামাজের খুৎবার সময় এ বিষয়ে জনসাধারণকে সচেতন করা হচ্ছে। এছাড়াও জঙ্গীবাদ নিরোধে জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ কর্তৃক উঠান বৈঠক এর আয়োজন করে সচেতনতামূলক কার্যক্রম চলমান আছে।
৩	২০০১-২০০৬ সময়ে সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের বিষয়ে সংঘটিত হাইকোর্ট বিভাগের নির্দেশের ভিত্তিতে করা মামলাসমূহের তদারকি কার্যক্রম বৃদ্ধি করতে হবে। ০৭-০৫-২০১৫	(১) তদন্তাধীন মামলাসমূহের তদন্ত কাজ দ্রুত শেষ করতে হবে। (২) যে সব মামলায় অভিযোগপত্র দেয়া হয়েছে, সেগুলোর বিচার প্রক্রিয়া মনিটর করতে হবে এবং আগামী সভার পূর্বে এ বিভাগকে অবহিত করতে হবে। (৩) মামলা নিষ্পত্তির সংখ্যা উল্লেখ করে প্রতিমাসে প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে। বাস্তবায়নে: পুলিশ অধিদপ্তর/মনিটরিং কমিটি	২০০১ সালে ৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতার বিষয়ে মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশনার আলোকে জুডিশিয়াল তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ৪৩৫ টি মামলা রুজু হয়। পরিসংখ্যান নিম্নরুপ: (ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত) মামলার সংখ্যা: ৪৩৫; অভিযোগপত্র: ৩৮৬; চূড়ান্ত রিপোর্ট: ৩৩; স্থগিত: ১৬ উল্লেখ্য, স্থগিত ১৬টি মামলা নিস্পত্তির লক্ষ্যে আইন কর্মকর্তা, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে ৩টি মামলার স্থগিতাদেশ ভ্যাকেটকরণের লক্ষ্যে আইন কর্মকর্তা বিজ্ঞ অ্যাটর্ণি জেনারেল, অ্যাটর্ণি জেনারেল ভবন, সুপ্রীম কোর্ট চত্বর, ঢাকা বরাবর পত্র প্রেরণ করেছেন। ১১টি মামলা পুনরুজ্জীবিতকরণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট ইউনিট প্রধানগনকে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। ২টি মামলার বিষয়ে হালনাগাদ তথ্য সংগ্রহের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
৪	২০১৪'র জাতীয় নির্বাচন ঠেকানোর জন্য সংঘটিত সন্ত্রাসী ঘটনার মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে। ০৭-০৫-২০১৫	(১) তদন্তাধীন মামলাসমূহের তদন্ত কাজ দ্রুত শেষ করতে হবে। (২) যে সব মামলায় অভিযোগপত্র দেয়া হয়েছে, সেগুলোর বিচার প্রক্রিয়া মনিটর করতে হবে এবং আগামী সভার পূর্বে এ বিভাগকে অবহিত করতে হবে। (৩) স্থগিত মামলাগুলি আলোচনা করে সচল করার ব্যবস্থা করতে হবে। (৪) মামলা নিষ্পত্তির সংখ্যা উল্লেখ করে প্রতিমাসে প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে। বাস্তবায়নে: পুলিশ অধিদপ্তর/মনিটরিং কমিটি	১০ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ঠেকানোর লক্ষ্যে সন্ত্রাসী ঘটনায় জড়িত অপারাধীদের বিরুদ্ধে দেশের প্রচলিত আইনে ১ জানুয়ারি ২০১৩ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত দায়েরকৃত মামলাসমূহের তদন্তের বিররণ নিম্নরুপ: (ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত) মামলার সংখ্যা: ৩৭৮৬; অভিযোগ পত্র: ৩৫৪৯; চূড়ান্ত রিপোর্ট: ১৮৬; তদন্তাধীন: ৫১ অপরাধীদের সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ মামলাসমূহের তদন্তসহ আনুষঙ্গিক কার্যক্রম নিবিড়ভাবে তদারক অব্যাহত রেখেছেন।
৫	অবরোধ, হরতাল চলাকালীন সহিংসতার ঘটনায় দায়েরকৃত মামলাসমূহের তদন্ত, চার্জশীট, প্রতিবেদন ও মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা নিতে হবে।	(১) তদন্তাধীন মামলাসমূহের তদন্ত কাজ দ্রুত শেষ করতে হবে। (২) যে সব মামলায় অভিযোগপত্র দেয়া হয়েছে, সেগুলোর বিচার প্রক্রিয়া মনিটর করতে হবে এবং আগামী সভার পূর্বে এ বিভাগকে অবহিত করতে হবে। (৩) স্থগিত মামলাগুলো সচল করার ব্যবস্থা	০১ জানুয়ারি ২০১৫ থেকে ৩০ জুন ২০১৫ পর্যন্ত সারাদেশে সহিংসতার ঘটনায় রুজুকৃত মামলার তথ্য নিম্নরুপ : (ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত) মামলার সংখ্যা: ১৮২৬; অভিযোগ পত্র: ১৭৮৯; চূড়ান্ত রিপোর্ট: ৩৩; তদন্তাধীন: ৪

	০৭-০৫-২০১৫	গ্রহণ করতে হবে। (৪) মামলা নিষ্পত্তির সংখ্যা উল্লেখ করে প্রতিমাসে প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে। বাস্তবায়নে: পুলিশ অধিদপ্তর/ মনিটরিং কমিটি	
৬	সোনা পাচার/মাদক/ অস্ত্র/শিশু ও মানব পাচার এর বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত রাখতে হবে। ০৭-০৫-২০১৫	(ক) যেসব মামলা দায়ের করা হয়েছে, তা দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (খ) প্রতি মাসের বাস্তবায়ন প্রতিবেদনে মামলা নিষ্পত্তির হার উল্লেখ করতে হবে। (গ) চলমান মাদক বিরোধী অভিযানের অগ্রগতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে। বাস্তবায়নে: পুলিশ অধিদপ্তর/বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ	সোনা পাচার, মাদক, অস্ত্র, শিশু ও মানব পাচার রোধ করার জন্য ও জড়িতদের আইনের আওতায় আনার জন্য নিয়মিতভাবে পুলিশ কর্তৃক অভিযান পরিচালনা করা হয়ে থাকে। মাদকের সাথে জড়িত অপরাধীদের বিরুদ্ধে দেশের থানাগুলোতে ২০২২ সালের ডিসেম্বর মাসে মাদকদ্রব্য উদ্ধার সংক্রান্ত ৬২৬৭টি মামলায় ৮০২৭ জনকে এবং মানব পাচারের ঘটনায় ২০২২ সালের নভেম্বর মাসে ৭৪টি মামলায় ১০৭ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এছাড়া যেসব রুট দিয়ে সোনা, মাদক, অস্ত্র ও মানব পাচার করা হয়, গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে সেসব রুটে চেকপোস্ট বসিয়ে তল্লাশি করা হয়ে থাকে। সম্ভাব্য মাদকের স্পটসমূহে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করা হয়ে থাকে। সীমান্তবর্তী এলাকাসমূহে পুলিশি টহল জোড়দার ও জনগণকে সভা সমাবেশ এবং বিট পুলিশিং এর মাধ্যমে চোরাচালান প্রতিরোধে সচেতন করা হচ্ছে।
৭	জেলায়/উপজেলায় পুলিশ ফাঁড়ি নির্মাণ কাজ ত্বরান্বিত করতে হবে। ০৭-০৫-২০১৫	(১) উন্নয়ন অনুবিভাগ প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে উদ্ভূত সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং সভার বাস্তবায়ন অগ্রগতি উপস্থাপন করতে হবে। বাস্তবায়নে: বাংলাদেশ পুলিশ/উন্নয়ন অনুবিভাগ/ উপসচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ	রাজস্ব বাজেটের অর্থায়নে ৩৮৭.৮৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ১১৫ টি ফাঁড়ি নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। বাস্তবায়িত | চলমান | অগ্রগতি | মন্তব্য ৭০ | ৪৫ | ৮১.০০% | অবশিষ্ট ১৯.০০% কাজ আগামী ৩০/০৬/২০২৫ তারিখের মধ্যে সমাপ্ত পূর্বক হস্তান্তর করা হবে। উল্লেখ্য যে, এ বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয় জারিকৃত পরিপত্রের নির্দেশনা মানতে হবে। "দেশের বিভিন্ন স্থানে ফাঁড়ি/তদন্ত কেন্দ্র, ক্যাম্প, নৌ-পুলিশ কেন্দ্র, রেলওয়ে পুলিশ, থানা ও আউটপোষ্ট, ট্যুরিষ্ট পুলিশ সেন্টার এবং হাইওয়ে পুলিশের জন্য থানা/আউটপোষ্ট নির্মাণ " শীর্ষক একটি প্রকল্প প্রস্তাব ০১-০৮-২০২২ তারিখ পুলিশ অধিদপ্তর হতে পাওয়া গেছে। প্রকল্পটির প্রস্তাবিত প্রাক্কলিত ব্যয় ৬৯০৯৫.৯৩ লক্ষ টাকা এবং বাস্তবায়নকাল ০১ আগষ্ট ২০২২ হতে ৩০ জুন ২০২৬ পর্যন্ত।
৮	মডেল থানার জমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব যৌক্তিক করতে হবে। ০৭-০৫-২০১৫	ভূমি বরাদ্দ সংক্রান্ত নীতিমালা সংশোধনের কাজ দ্রুত সমাপ্ত করতে হবে। তবে অত্যাবশ্যক/জরুরি প্রয়োজনে পূর্বের নীতিমালার প্রস্তাব প্রেরণ করা যায় কিনা তা বিবেচনা করা যেতে পারে। বাস্তবায়নে: পুলিশ অধিদপ্তর/পুলিশ ও এনটিএমসি অনুবিভাগ/সংশ্লিষ্ট কমিটি	বাংলাদেশ পুলিশের থানাসমূহ, নবসৃষ্ট ইউনিটসহ এবং অন্যান্য বিভিন্ন ইউনিট/দপ্তরের জন্য জমির প্রাপ্যতা নির্ধারণ সংক্রান্তে জননিরাপত্তা বিভাগ ও পুলিশ অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটির ১৭/০২/২০১৯ তারিখের সভার সুপারিশ অনুযায়ী ০৫/১১/২০১৯ তারিখ আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থার জন্য জমির পরিমাণ নির্ধারণের লক্ষ্যে সুপারিশমালা প্রেরণ করে। পরিসংখ্যান: ক্রনং | থানা | পূর্বে ছিলো | বর্তমানে সুপারিশকৃত ক | মেট্রো এলাকায় | ০.৫০ একর | ০.৭৫ একর

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td>খ</td><td>পল্লী এলাকায়</td><td>১.০০ একর</td><td>২.০০ একর</td></tr>
<tr><td>গ</td><td>পার্বত্য এলাকায়</td><td>-</td><td>৪.০০ একর</td></tr>
</table>
উক্ত সুপারিশমালা অনুযায়ী জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া চলমান।
</td></tr>
<tr><td>৯</td><td>সম্প্রতি যে সমস্ত এলাকায় সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটানো হয়েছিলো সে সমস্ত এলাকায় যৌথ অপারেশন চলমান রাখতে হবে।
০৭-০৫-২০১৫</td><td>যৌথ অপারেশন চলমান রাখতে হবে।
বাস্তবায়নে: পুলিশ অধিদপ্তর/ পুলিশ ও এনটিএমসি অনুবিভাগ</td><td>ডিসেম্বর/২০২২ পর্যন্ত পরিচালিত অভিযান ও উদ্ধারকৃত অস্ত্রের পরিসংখ্যান:
<table>
<tr><th>অভিযান</th><th>গ্রেফতার</th><th>দেশী পিস্তল</th><th>বিদেশী পিস্তল</th><th>ওয়ানশুটার গান</th><th>এল জি</th><th>ককটেল</th><th>কার্তুজ</th><th>গুলি</th></tr>
<tr><td>৮৩৮টি</td><td>৬৮৪ জন</td><td>১টি</td><td>৩টি</td><td>৯টি</td><td>১টি</td><td>৪০টি</td><td>৬ রাউন্ড</td><td>৯ রাউন্ড</td></tr>
</table>
বর্তমানে সারাদেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়েছে। বিগত সময়ে সকল এলাকায় সন্ত্রাসী/নাশকতামূলক কর্মকান্ড ঘটানো হয়েছিল ঐ সকল এলাকাসহ সারাদেশে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখার জন্য পুলিশের বিভিন্ন ইউনিট কর্তৃক গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে।</td></tr>
<tr><td>১০</td><td>কোস্টগার্ড কর্তৃক পরিচালিত অভিযান এবং টহল অব্যাহত রাখতে হবে। উপকূলীয় অঞ্চলে এর কার্যক্রম গতিশীল বিশেষ করে সমুদ্রপথে মাদক ও মানব পাচার রোধে কঠোর হতে হবে।
(১৬-০৩-২০১৪)</td><td>(ক) সমুদ্রপথে মাদক ও মানব পাচার রোধে কর্মতৎপরতা অব্যাহত রাখতে হবে।
(খ) চলমান মাদক বিরোধী অভিযানের অগ্রগতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।
(গ) ড্রোন ও প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়াতে হবে।

বাস্তবায়নে: বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড/ আনসার ও সীমান্ত অনুবিভাগ</td><td>মাদকের পরিসংখ্যান নিম্নরূপ:
<table>
<tr><th>মাস</th><th>ইয়াবা (পিস)</th><th>বিয়ার (ক্যান /বোতল)</th><th>ক্রিষ্টাল মেথ (আইস) (কেজি)</th><th>গাঁজা (গ্রাম)</th><th>হেরোইন (গ্রাম)</th><th>দেশি/বিদেশি মদ (লিটার)</th></tr>
<tr><td>নভেম্বর</td><td>৮২,৪৯০</td><td>৩,১০২</td><td>-</td><td>২১,০০০</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>ডিসেম্বর</td><td>৫৪,৩১৩</td><td>১,১৬৪</td><td>০.৮৯৮</td><td>৩,৫৫০</td><td>-</td><td>৮৯৮</td></tr>
</table>
ক) উপকূলীয় অঞ্চলে মানব পাচার ও মাদকের অনুপ্রবেশ রোধসহ বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড সদা তৎপর। বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের দায়িত্বাধীন এলাকায় বিশেষ করে উপকূলীয় অঞ্চলের অধীন ০৪টি জোন, ০৫টি বেইস, ২৭টি জাহাজ, ০১টি ফ্লোটিং ক্রেন, ১৩৬টি বোট, ৪২টি স্টেশান ও ১৫টি আউটপোস্ট বিদ্যমান। সমুদ্রপথে মাদক ও মানব পাচারের বিষয়ে নজরদারি উপলক্ষ্যে এ সকল জোন, বেইস, জাহাজ, বোট, স্টেশান ও আউটপোস্ট সার্বক্ষণিকভাবে অপারেশান চালিয়ে যাচ্ছে। এ ছাড়াও নিয়মিত গোয়েন্দা নজরদারী, মনিটরিং, টহল ও আভিযানিক কার্যক্রম আরও জোরদার করা হয়েছে। কক্সবাজার, টেকনাফ, ইনানী, হিমছড়ি বাহারছড়া, ভোলা ও সুন্দরবনসহ উপকূলীয় এলাকায় কোস্ট গার্ড এর নতুন স্টেশান/আউটপোস্ট চালুকরত জনবল বৃদ্ধির মাধ্যমে টহল জোরদার করা হয়েছে। সমুদ্রপথে মাদক ও মানব পাচারের বিষয়ে কোস্ট গার্ড এর নজরদারি পূর্বের তুলনায় অনেকাংশে বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং অপারেশান কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।
খ) বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড ০১ জানুয়ারি ২০২২ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখ পর্যন্ত দায়িত্বাধীন এলাকায় মোট ৪১,০৩২টি অভিযান পরিচালনা করে ৮৯,৫২৯টি বোট তল্লাশী চালিয়ে বিভিন্ন অবৈধ মালামাল আটক করে, যার আনুমানিক</td></tr>
</table>

			মোট মূল্য ৫,০৪৪ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে বিভিন্ন প্রকার দেশি/বিদেশি মদসহ আনুমানিক ১১৫ কোটি ৫৭ লক্ষ ৭১ হাজার টাকা মূল্যমানের মাদক দ্রব্য রয়েছে। জব্দকৃত অবৈধ মালামাল ও মাদকদ্রব্য আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিভিন্ন থানার হস্তান্তর করা হয়। গ) ভাসানচর এলাকায় গোয়েন্দা নজরদারি বৃদ্ধি, FDMN পলায়ন রোধ এবং সর্বোপরি জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে FDMN সুষ্ঠুভাবে মনিটরিং সহজতর করার জন্য বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড কর্তৃক ২০ জুন ২০২২ তারিখ ০২ (দুই) টি অত্যাধুনিক ও উন্নত ফিচারসমৃদ্ধ Photography Drone with Associated Accessories ক্রয় করা হয়েছে। বর্তমানে ০১টি ড্রোন ভাসানচরে এবং অপর ০১টি ড্রোন বাংলাদেশ মায়ানমার সীমান্তে উদ্ভুত পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড স্টেশান সেন্টমার্টিন্স এ মোতায়েন করা হয়েছে। এছাড়াও সমুদ্র সংলগ্ন সীমান্ত এলাকায় নজরদারি বৃদ্ধি ও কার্যকরী করার লক্ষ্যে আরো আধুনিক প্রযুক্তির ড্রোন সংযুক্তির কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
১১	(ক) পুলিশ সদস্যদের আবাসিক সমস্যা নিরসন করতে হবে। (১৩-০৩-২০১৪)	অনুমোদিত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নে আরও তৎপর হতে হবে এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি সভার পূর্বে প্রশাসন অনুবিভাগকে অবহিত করতে হবে। বাস্তবায়নে: পুলিশ অধিদপ্তর/উন্নয়ন অনুবিভাগ।	রাজস্ব বাজেটের অর্থায়নে ১১৯৫.১৪ কোটি টাকা ব্যয়ে বিভিন্ন জেলা/ইউনিটের ফোর্সের আবাসন সমস্যা সমাধানের জন্য পুরুষ ও মহিলা ব্যারাক নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। ইতোমধ্যে ৫৩% কাজ সমাপ্ত হয়েছে। অবশিষ্ট ৪৭% কাজ চলমান রয়েছে। আগামী ৩০/০৬/২০২৫ তারিখের মধ্যে চলমান নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করা হবে। উল্লেখ্য, বিভাগীয় জেলাসমূহে জমি না থাকায় আবাসন নির্মাণ করা যাচ্ছে না। জমি সংগ্রহ করা গেলে প্রয়োজনীয় কোয়ার্টার নির্মাণের উদ্যোগ নেয়া হবে। ভবিষ্যতে আর্থিক বরাদ্দ সাপেক্ষে নতুন ভবন নির্মাণ করা হবে।
	(খ) সীমান্তে চোরা চালান ও মাদক প্রতিরোধে বিজিবিকে কঠোর ভূমিকা পালন করতে হবে। অরক্ষিত এলাকায় বিওপি নির্মাণ করতে হবে। (১৩-০৩-২০১৪)	(ক) সীমান্তে চোরাচালান ও মাদক প্রতিরোধে গৃহীত কার্যক্রম অব্যাহত রাখবে। (খ) চলমান মাদক বিরোধী অভিযানের অগ্রগতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে। (গ) ড্রোন এবং প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়াতে হবে বাস্তবায়নে: বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ/ আনসার ও সীমান্ত অনুবিভাগ	ক) বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কঠোর নির্দেশনা অনুযায়ী আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী মাদক পাচারসহ সকল ধরণের চোরাচালানরোধকল্পে বদ্ধপরিকর। বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) বাংলাদেশের সীমান্তে নিয়োজিত একমাত্র সীমান্ত রক্ষী বাহিনী। সীমান্ত এলাকা দিয়ে যাতে চোরাচালান ও মাদক পাচার হতে না পারে সে লক্ষ্যে বিজিবি'র সার্বক্ষণিক টহল কার্যক্রম পরিচালনা, ব্যাপক তল্লাশী এবং কঠোর নজরদারী অব্যাহত রয়েছে। খ) এছাড়াও, ভারত এবং মায়ানমার সাথে ৫৩৯ কিলোমিটার অরক্ষিত সীমান্ত এলাকায় নতুন ৬২টি বিওপি নির্মাণের মাধ্যমে ৪০১.৫ কিলোমিটার সীমান্ত ইতোমধ্যে নজরদারীতে আনা হয়েছে। অবশিষ্ট ১৩৭.৫ কিঃ মিঃ অরক্ষিত সীমান্ত এলাকায় আরও ২২টি নতুন বিওপি স্থাপন করা হবে। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের নীলডুমুর ও সুন্দরবনের গহীন অরণ্যের ৬০ কিলোমিটার জল সীমান্তে ২টি ভাসমান বিওপি (কাচিকাটা ভাসমান বিওপি ও আঠারোবেকী ভাসমান বিওপি) স্থাপন করা হয়েছে। আরও

			২টি ভাসমান বিওপি স্থাপনের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন (বয়েসিং ভাসমান বিওপি ও হলদিবুনিয়া ভাসমান বিওপি) রয়েছে।
১২	আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীকে আইন শৃংখলা বাহিনীর সহায়ক শক্তির পরিবর্তে আলাদা সত্ত্বা হিসেবে বিবেচনার পূর্বে এর আর্থিক সংশ্লেষ, আন্তঃবাহিনী সম্পর্ক, কর্মপরিধির বিস্তৃতি ইত্যাদি পর্যালোচনা করতে হবে। (১৩-০৩-২০১৪)	আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সহায়ক শক্তির পরিবর্তে আলাদা সত্ত্বা হিসেবে বিবেচনার পূর্বে এর আর্থিক সংশ্লেষ ও আন্ত:বাহিনী সম্পর্ক কর্মপরিধির প্রস্তাব আগামী সভার পূর্বে প্রেরণ করতে হবে। বাস্তবায়নে: আনসার ও ভিডিপি অধিদপ্তর/আনসার ও সীমান্ত অনুবিভাগ	আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীকে আইন শৃংখলা বাহিনীর সহায়ক শক্তির পরিবর্তে আলাদা সত্ত্বা হিসেবে বিবেচনার পূর্বে এর আর্থিক সংশ্লেষ, আন্তঃবাহিনী সম্পর্ক, কর্মপরিধির বিস্তৃতি ইত্যাদি পর্যালোচনার জন্য আনসার ও ভিডিপি অধিদপ্তরে কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
১৩	সাতক্ষীরা সদর উপজেলার আগরদাড়ীতে একটি পুলিশ তদন্ত কেন্দ্র স্থাপন। ২০-০১-২০১৪	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখায় যোগাযোগপূর্বক কার্যক্রম দ্রুত ত্বরান্বিত করতে হবে। **বাস্তবায়নে:** পুলিশ অধিদপ্তর/পুলিশ ও এনটিএমসি অনুবিভাগ	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে প্রস্তাব মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হলে নতুন উপজেলা ও থানা স্থাপন সংক্রান্ত সচিব কমিটির ০২/০২/২০২০ তারিখের সভায় প্রস্তাবিত আগরদাড়ী পুলিশ তদন্তকেন্দ্রের সন্নিকটে অবস্থিত ২/৩টি পুলিশ ফাঁড়ি বিলুপ্ত করে শর্ত সাপেক্ষে সাতক্ষীরা জেলার সদর থানাধীন ৫টি ইউনিয়ন যথা: ১. আগড়দাড়ী ২. বাঁশদহা ৩. কুশখালী ৪. শিবপুর এবং ৫. বৈকারী ইউনিয়ন সমন্বয়ে আগরদাড়ী পুলিশ তদন্তকেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করা হয়। সভার নির্দেশনা অনুযায়ী ১৪/০৭/২০২০ তারিখ আগরদাড়ী পুলিশ তদন্তকেন্দ্র স্থাপনে সাতক্ষীরা সদর থানা এলাকায় বিদ্যমান ৩টি ফাঁড়ি হতে ২টি পুলিশ ফাঁড়ি বিলুপ্ত করার বিষয়ে মতামত প্রদানের জন্য জেলা প্রশাসক, সাতক্ষীরা-কে অনুরোধ করা হয়। উক্ত অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে ০১/০৯/২০২০ তারিখ জেলা প্রশাসক, সাতক্ষীরা প্রতিবেদন প্রেরণ করেন। প্রতিবেদনে তিনি পুলিশ সুপার, সাতক্ষীরা কর্তৃক প্রদত্ত মতামত "২/৩টি পুলিশ ফাঁড়ি বিলুপ্ত না করে অবিলম্বে সাতক্ষীরা জেলার সদর থানাধীন প্রস্তাবিত আগরদাড়ী পুলিশ তদন্তকেন্দ্র স্থাপনের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ" এর সাথে সহমত পোষণ করেন। নতুন উপজেলা ও থানা স্থাপন সংক্রান্ত সচিব কমিটির গত ০২/০২/২০২০ এবং এ বিভাগের ১৬/০৩/২০২০ তারিখের সভার সিদ্ধান্ত প্রতিপালন না করে সরকারি পত্রালাপের শিষ্টাচার বহির্ভূত শব্দচয়নের বিষয়ে পুলিশ সুপার, সাতক্ষীরা এর ব্যাখ্যা গ্রহণপূর্বক এ বিভাগকে অবহিতকরণের জন্য ১৩/০১/২০২১ তারিখ পুলিশ অধিদপ্তরকে অনুরোধ করা হয়। পরবর্তীতে ১৩/০১/২০২১ এবং ২৪/১০/২০২২ তারিখ তাগিদ প্রদান করা হয়েছে এবং টেলিফোনে যোগাযোগ করা হয়েছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে ০১-১২-২০২২ তারিখ জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কার্যালয় হতে একটি প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়। প্রতিবেদনটি পর্যালোচনায় দেখা যায়, আগরদাড়ী পুলিশ তদন্তকেন্দ্র স্থাপনে সাতক্ষীরা সদর থানা এলাকায় বিদ্যমান ৩টি পুলিশ ফাঁড়ি হতে

			২টি পুলিশ ফাঁড়ি বিলুপ্ত করার বিষয়ে মতামত প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হলে জেলা প্রশাসক, সাতক্ষীরা কর্তৃক পুলিশ সুপার, সাতক্ষীরা এর মতামতের সাথে সহমত পোষণপূর্বক পূর্বের মতামতের ন্যায় "সাতক্ষীরা শহরের মধ্যে স্থাপিত উক্ত ২/৩ টি পুলিশ ফাঁড়ি বিলুপ্ত না করে নিষিদ্ধ ঘোষিত রাজনৈতিক দলের সদস্যসহ অপরাধমূলক কর্মকান্ডের সহিত জড়িতদের গতিবিধি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যবেক্ষণের লক্ষ্যে অবিলম্বে সাতক্ষীরা জেলার সদর থানাধীন প্রস্তাবিত আগরদাড়ী পুলিশ তদন্তকেন্দ্র স্থাপনের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হয়"। এ বিষয়ে পুনরায় মতামত প্রদানের টেলিফোনিক ও পত্র যোগাযোগ করা হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসমূহের বিস্তারিত আলোচনা শেষে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নরুপ:

সিদ্ধান্তসমূহঃ

ক্রঃ নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১.১	(ক) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসমূহ দ্রুততার সাথে বাস্তবায়নের কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	সকল দপ্তর/ সংস্থা প্রধান, অতিরিক্ত সচিব (সকল), জননিরাপত্তা বিভাগ
১.২	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যে সকল প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনার মধ্যে যেগুলো জমি অধিগ্রহণ সংশ্লিষ্ট, সেগুলোর প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ বিভাগে দাপ্তরিক ও ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে অধিগ্রহণের বিষয়টি নিষ্পত্তি করে উন্নয়ন কাজ ত্বরান্বিত করতে হবে।	সকল দপ্তর/ সংস্থা প্রধান, সকল অনুবিভাগ প্রধান, জননিরাপত্তা বিভাগ
১.৩	প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়নের জন্য তদারকি ও পরিদর্শন ইত্যাদি বৃদ্ধি করতে হবে।	সকল দপ্তর/ সংস্থা প্রধান, সকল অনুবিভাগ প্রধান, জননিরাপত্তা বিভাগ
১.৪	এ বিভাগ অথবা দপ্তর/ সংস্থায় দীর্ঘদিন নিষ্পত্তির অপেক্ষায় থাকা প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসমূহ অনুবিভাগ ও দপ্তর/ সংস্থার প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	সকল দপ্তর/ সংস্থা প্রধান, সকল অনুবিভাগ প্রধান, জননিরাপত্তা বিভাগ

অতঃপর আর কোন আলোচনা না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

মোঃ আমিনুল ইসলাম খান
সিনিয়র সচিব

স্মারক নম্বর: ৪৪.০০.০০০০.০২১.০৬.০০১.১৯.-৯৯

তারিখ: ১৭ মাঘ ১৪২৯
৩১ জানুয়ারি ২০২৩

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) দপ্তর/ সংস্থা প্রধান (সকল)
২) অতিরিক্ত সচিব (সকল), জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
৩) যুগ্মসচিব (সকল), জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

৪) সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব, সিনিয়র সচিবের দপ্তর, জননিরাপত্তা বিভাগ (সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
৫) সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি সেল, জননিরাপত্তা বিভাগ (ওয়েবসাইটে আপলোডের অনুরোধসহ)

আশাফুর রহমান
উপসচিব